নীতির প্রশ্নে আপোসহীন দৈনিক জনকণ্ঠ The Daily Janakantha

০৩ নভেম্বর ২০১৯

দেশজুড়ে নির্বিঘ্নে শুরু হয়েছে জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষা

স্টাফ রিপোর্টার ॥ কোন ধরনের অভিযোগ ছাড়াই শান্তিপূর্ণভাবে দেশজুড়ে শুরু হয়েছে অষ্টম শ্রেণীর জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) ও জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (জেডিসি) পরীক্ষা। শনিবার পরীক্ষার প্রথম দিনে ছিল না প্রশ্নপত্র ফাঁস, কিংবা ভুল প্রশ্ন বিতরণসহ বড় ধরনের কোন অভিযোগ। তবে প্রশ্নপত্র ফাঁস ও গুজব ছড়ানোর বিরুদ্ধে সরকারের কঠোর অবস্থানের মধ্যেই ফেসবুকে ছড়ানো হচ্ছে প্রশ্নফাঁসের গুজব। 'প্রশ্নফাঁস হয়েছে এবং সেটা সংগ্রহে আছে' এমন দাবি করে বিভিন্ন মাধ্যমে পোস্ট করা হয়। 'প্রশ্নফাঁস হয়েছে এবং প্রশ্ন সংগ্রহে আছে' এমন দাবি করে ফেসবুকসহ বিভিন্ন মাধ্যমে পোস্ট করা হচ্ছে। বিষয়টি নজরে এসেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের।

পরীক্ষা শুরুর আগেই প্রশ্নফাঁস ও প্রশ্নফাঁসের গুজব ছড়ানোর বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি দেয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়। গুজব ছড়ালেও কঠোর আইনী ব্যবস্থা নেয়ার কথা বলা হয়। তবে যথারীতি চলেছে গুজব ছড়ানোর কাজ। পরীক্ষার আগেই একটি অসাধুচক্র 'প্রশ্নফাঁস হয়েছে' 'ফাঁস হওয়া প্রশ্ন সংগ্রহে আছে' এমন দাবি করে ফেসবুকসহ বিভিন্ন মাধ্যমে পোস্ট দিয়েছে। হুবহু দেখতে প্রশ্নের মতো ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেয়ার পর সেই প্রশ্নের সঙ্গে বাস্তবের প্রশ্নের মিল পাওয়া যায়নি।

Isolatiepartner van NU(

বিজ্ঞাপন Meer comfort en mi
kosten dankzij vakmanscha|

Takkenkamp Isolatie

Openen

গুজব ছড়ানো এ রকম কয়েকটা এ্যাকাউন্ট হচ্ছে, 'সকল বোর্ড পরীক্ষার সিউর সাকসেস সাজেশন্স', 'Ahmed Sun, Mahmud Hasan, Mahmud Raihan', 'ডিগ্রী অনার্স মাস্টার্স প্রশ্নপত্র এবং ১০০ শতাংশ কমন সাজেশন', 'অযসবফ ঝযববুধফ। এছাড়া পরীক্ষা শেষ হওয়ার আগেই দুপুর ১২টার সময় বাংলা প্রশ্নের ছবি 'HSC Board Exam Suggestion, Admission Exam Suggestion-2019' নামের পেজ থেকে পোস্ট করা হয়।

পরীক্ষা শুরু হওয়ার আগেই ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের অপরাধ বিভাগের যুগ্ম কমিশনার শেখ নাজমুল আলম বলেন, কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত যে কোন পরীক্ষার প্রধান সমস্যা হলো প্রশ্নপত্র ফাঁসের গুজব। প্রতিবছর পরীক্ষা শুরু হলে প্রশ্নফাঁসের বিষয়টা সামনে চলে আসে। কিছু অসাধু লোক সামান্য অর্থের বিনিময়ে আমাদের মূল্যবোধকে বেচাকেনার হাটে তোলে।

তিনি বলেন, কিছু অভিভাবক ও শিক্ষার্থী এতে শামিল হয়। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ, ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে হলেও এই প্রশ্নফাঁসের গুজব পরীক্ষার্থীকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। এমনিতেই পড়াশোনাসহ পরীক্ষার চিন্তা, সঙ্গে যুক্ত হয় গুজব। সবমিলিয়ে একজন শিক্ষার্থীর অবস্থা হয় অবর্ণনীয়। পড়াশোনা বাদ দিয়ে তারা প্রশ্ন সংগ্রহে মনোযোগী হয়ে পড়ে।

Isolatiepartner van NU

বিজ্ঞাপন Meer comfort en mi
kosten dankzij vakmanscha

Takkenkamp Isolatie

Openen

তিনি জানান, গত কয়েক বছর ধরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে সহায়তার লক্ষ্যে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী একসঙ্গে কাজ করছে। কয়েক বছর ফেসবুকে মোবাইল নম্বরসহ বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রশ্ন দেয়ার ফাঁদ পেতেছিল অসাধু চক্র। ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ ও সাইবার ক্রাইম ইউনিট এই চক্রের ১১৮ জনকে গত ৪ থেকে ৫ বছরে গ্রেফতার করে। তাদের আইনের আওতায় আনা হয়েছে।

তারা স্বীকার করেছে যে, শুধুমাত্র টাকা রোজগারের জন্য এই জঘন্য কাজ তারা করেছে। এ ধরনের অপকর্মে যারা জড়িত হবে তাদের প্রত্যেককে আইনের আওতায় আনা হবে। পুলিশের কয়েকটি টিম তাদের গ্রেফতারে কাজ করেছে।

প্রথম দিন পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করে শিক্ষা মন্ত্রী ডাঃ দীপু মনি বলেছেন, এবারের পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের কোন ঘটনা ঘটেনি এবং ঘটবেও না। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এ বিষয়ে সচেতন রয়েছে। একই সঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, প্রশ্নফাঁস হচ্ছে না, তবে প্রশ্নফাঁসের গুজব রটানোর চেষ্টা চলছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে গুজব রটনাকারীদের বিষয় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তৎপর রয়েছে। এদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। প্রশ্নফাঁসের পেছনে না ঘুরে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের লেখাপড়ায় মনোযোগ দেয়ার আহ্বান জানান শিক্ষামন্ত্রী। পরীক্ষার প্রথম দিনে কেরানীগঞ্জের জিঞ্জিরা পিএম পাইলট উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় কেন্দ্র পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের এসব কথা জানান শিক্ষা মন্ত্রী। শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, প্রশ্নপত্র ফাঁসের গুজবে কেউ কান দেবেন না। এখনও প্রশ্নপত্র ফাঁসের কোন ঘটনা ঘটেনি। আর আশা করছি ঘটবেও না। তবে প্রশ্নপত্র ফাঁসকারী প্রতারকচক্র সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে টাকা-পয়সা হাতিয়ে নেয়ার চেষ্টা করবে। কিন্তু আমাদের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো সে ব্যাপারে নজরদারি করছে।

কোচিং সেন্টার পরিচালনাকারী শিক্ষকদের বিরুদ্ধে শীঘ্রই ব্যবস্থা

পাবলিক পরীক্ষা চলার সময় কোচিং সেন্টার পরিচালনাকারী শিক্ষকদের বিরুদ্ধে শীঘ্রই ব্যবস্থা নেয়া হবে বলেও জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী। বলেছেন, পরীক্ষা চলাকালীন সব ধরনের কোচিং বন্ধের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মিডিয়া সহযোগিতা করছে কোচিংয়ের বিরুদ্ধে। অথচ তাদের ওপর হামলা হয়েছে। এটা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। কোচিং পরিচালনাকারী শিক্ষকদের বিরুদ্ধে শীঘ্রই ব্যবস্থা নেয়া হবে। কোচিং বাণিজ্যের অভিযোগে ভিকারুননিসা নূন স্কুল এ্যান্ড কলেজের আজিমপুর শাখার শিক্ষক কানিজ ফাতেমার বিরুদ্ধেও শীঘ্রই ব্যবস্থা নেয়া হবে।

কেন্দ্রে অনুপস্থিত ৬৬ হাজার ১৯৪ পরীক্ষার্থী ॥ প্রথম দিনের পরীক্ষা শেষে শিক্ষা বোর্ডের নিয়ন্ত্রণ কক্ষ জানিয়েছে, পরীক্ষার জন্য ফরম পূরণ করেছিল ২৪ লাখ ৪৮ হজার ৯৮৮ জন। কিন্তু কেন্দ্রে উপস্থিত ছিল ২৩ লাখ ৮২ হাজার ৭৯৪ জন। অর্থাৎ ফরম

পূরণ করেও কেন্দ্রে আসেনি ৬৬ হাজার ১৯৪ জন। এছাড়া বিভিন্ন অপরাধে সারাদেশে বহিষ্কার হয়েছে ৩৮ পরীক্ষার্থী ও একজন শিক্ষক।

দেশের মোট দুই হাজার ৯৮২টি কেন্দ্রে একযোগে এই পরীক্ষা শুরু হয়। এছাড়া দেশের বাইরের ৯টি কেন্দ্র থেকে শিক্ষার্থীরা এ পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে।

সাবধানবাণী: বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে এই সাইটের কোন উপাদান ব্যবহার করা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ এবং কপিরাইট আইনে দণ্ডনীয় অপরাধ।

সম্পাদক, মুদ্রাকর ও প্রকাশক: মোহাম্মদ আতিকউল্লাহ খান মাসুদ (এম এ খান মাসুদ), উপদেষ্টা সম্পাদক: তোয়াব খান। সম্পাদক কর্তৃক গ্লোব জনকণ্ঠ শিল্প পরিবার-এর সদস্য প্রতিষ্ঠান যথাক্রমে গ্লোব প্রিন্টার্স লিঃ ও জনকণ্ঠ লিঃ ঢাকা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। রেজিঃ নং ডিএ ৭৯৬।

কার্যালয়: জনকন্ঠ ভবন,
২৪/এ রাশেদ খান মেনন সড়ক, নিউ ইস্কাটন,
জিপিও বাক্স: ৩৩৮০, ঢাকা।

আঞ্চলিক কার্যালয় (চট্টগ্রাম): মান্নান ভবন (দোতলা),
১৫৬ নুর আহমদ সড়ক (জুবিলী রোড), চট্টগ্রাম,

ফোন: ৯৩৪৭৭৮০-৯৯ (অটোহান্টিং ২০ টি লাইন),
ফ্যাক্স: ৯৩৫১৩১৭, ৮৩১৬৩৩৫
ই-মেইল: janakanthanews@gmail.com
ই-জনকন্ঠ: www.edailyjanakantha.com

Copyright ® All rights reserved by dailyjanakantha.com